আজকের কাগজ ৪

তারিখ 2 0 NOV 1992
পৃষ্ঠা ৬ কলাম ৬

কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটের কার্যক্রম বন্ধ হবার আশঙ্কা

প্রধানমন্ত্রী ও কৃষিমন্ত্রীর হস্তক্ষেপ কামনা করে স্মারকলিপি

মাকসুদ চৌধুরী ঃ বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটের মহাপরিচালক অপসারণ সংক্রান্ত সরকারের সাম্প্রতিক সিদ্ধান্তে প্রতিষ্ঠানটির সার্বিক কর্মকান্ডে অচলাবস্থার সৃষ্টি হয়েছে। এ ঘটনাকে কেন্দ্র করে ইতিমধ্যে গবেষণা ইনস্টিটিউটটির গবেষণাসহ অন্যান্য কার্যক্রম সম্পূর্ণ বন্ধ হয়ে পড়ার আশঙ্কা দেখা দিয়েছে।

জানা গেছে, গত ২৭ অক্টোবর সংস্থাপন হিসেবে এক আদেশে কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটের মহাপরিচালক হিসেবে কর্মরত ডঃ মোহাম্মদ হোসেন মন্ডলকে দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি দিয়ে সংস্থাপন মন্ত্রণালয়ে বিশেষ ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা হিসেবে কর্মকর্তা হিসেবে বদলি করে। সরকারের এই হঠাৎ নেয়া সিদ্ধান্ত সেখানকার কর্মরত বিজ্ঞানী কর্মকর্তা, কর্মচারি ও শ্রমিকদের মধ্যে তীব্র অসন্তোষ সৃষ্টি করেছে। এই অসন্তোষ ইতিমধ্যে চরম আকার ধারণ করেছে। এ অবস্থা চলতে থাকলে কৃষি গবেষণা প্রতিষ্ঠানে যে কোনো সময়ে অনাকাঙ্খিত, পরিস্থিতির সৃষ্টি করতে পারে।

সংশ্লিষ্ট একটি সূত্র জানায়, ডঃ মোহাম্মদ মন্ডলের অপসারণ আদেশ প্রত্যাহার করে তাকে পুনরায় স্বপদে বহালের দাবিতে ইতিমধ্যে ইনস্টিটিউটে কর্মরত বিজ্ঞানী, কর্মকর্তাসহ কয়েকশ' শ্রমিক-কর্মচারি প্রধানমন্ত্রী ও কৃষিমন্ত্রীর হস্তক্ষেপ দাবি করে স্মারকলিপি দিয়েছে। কিন্তু বিষয়টির এখনো কোনো সুরাহ হয়নি। বিষয়টি নিয়ে ইনস্টিটিউটের বিজ্ঞানীসহ সকল শ্রেণীর কর্মচারিদের মধ্যে উত্তেজনা বিরাজ করছে।

সূত্র মতে, ডঃ মন্ডলকে মহাপরিচালক পদ থেকে অপসারণ করে ইন্সটিটিউটের পরিচালক ডঃ এম এ মাজেদকে ভারপ্রাপ্ত মহাপরিচালক হিসেবে নিয়োগ দেয়া হয়েছে। প্রতিষ্ঠানে চাকরির জ্যেষ্ঠতার বিবেচনায় ডঃ মাজেদ ভারপ্রাপ্ত মহাপরিচালকের দায়িত্ব পেতে পারেন না। সবচেয়ে বড়ো কথা ডঃ মাজেদ কৃষিবিজ্ঞানী নন। তিনি একজন প্রকৌশলী। সে হিসেবে কৃষি সম্পর্কিত গবেষণায় তার কোনো অভিজ্ঞতা থাকার প্রশ্নই আসেনা।

সংশ্লিষ্ট একটি মাধ্যমে জানা যায়, ডঃ এম এ মাজেদ চাকরিও পেয়েছিলেন রহস্যজনকভাবে ১৯৭৭ সালে। সে সময় বিভাগীয় প্রধান কৃষি প্রকৌশলী নিয়োগের জন্যে বিজ্ঞপ্তি দেয়া হলে এম এ মাজেদও চাকরির জন্যে আবেদন করেন। নির্বাচক মন্ডলী ৫ জন প্রার্থীর পরীক্ষা নেন। সেখানে এম এ মাজেদ দ্বিতীয় হয়েছিলেন এবং কৃষি ক্ষেত্রের অভিজ্ঞতায় তিনি শূন্য মার্কস পেয়েছিলেন। পরীক্ষায় প্রথম হয়েছিলেন ডঃ মোহাম্মদ আতাউর রহমান। কিন্তু ৫০ শতাংশেরও কম মার্কস পাওয়ার পরও রহস্যজনক কারণে তিনি নিয়োগ পেয়ে যান।

জানা গেছে, নিয়োগ প্রাপ্তির মাত্র দু'বছরের মধ্যেই তাকে পরিচালক হিসেবে পদোন্নতি দেয়া হয়। এরপর থেকেই এই অকৃষিবিদ সেখানকার মুষ্টিমেয় দুর্নীতিবাজ কর্মকর্তাদের সহায়তায় ফন্দি-ফিকির করতে থাকেন মহাপরিচালক হওয়ার জন্যে। ডঃ এম এ মাজেদের দুষ্কর্মের অন্যতম সহযোগী ডঃ এ কে এম মকবুল হোসেন ও মোহাম্মদ কবির হোসেন তালুকদার। এই দুই বিশ্বস্ত সহযোগীর বিরুদ্ধেও বিভিন্ন প্রকার দুর্নীতি ও প্রতিষ্ঠানে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির অভিযোগ রয়েছে।

উল্লেখ্য, এর আগেও ডঃ মোহাম্মদ মন্ডলকে অন্যত্র বদলি করা হয়েছিলো। সেখানকার কর্মরত কর্মকর্তার কর্মচারিদের প্রতিবাদের মুখে তা প্রত্যাহার করে নেয়া হয়। সে সময় এই ডঃ এম এ মাজেদ স্ব উদ্যোগে নিজেকে ভারপ্রাপ্ত মহাপরিচালক হিসেবে অফিস ওয়ার্ডার জারি করেন। তখনো ডঃ মন্ডল তার দায়িত্বভার বুঝিয়ে দেননি। উপরোক্ত বেআইনী ও বিধিবহির্ভূত আদেশ জারি করে প্রতিষ্ঠানে দ্বৈত প্রশাসন চালুসহ অনুগত বাহিনী দিয়ে সেখানটায় শ্বেত সন্ত্রাস সৃষ্টি করে। বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় এ সম্পর্কিত প্রতিবেদনও প্রকাশিত হয়েছিলো। কিন্তু প্রশাসনিক বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করার অপরাধে তার বিরুদ্ধে রহস্যজনক কারণে কোনো ব্যবস্থা নেয়া হয়নি।

জানা গেছে, প্রয়াত রাষ্ট্রপতি জিয়া ডঃ মোহাম্মদ মন্ডলকে দেশে এনেছিলেন ও কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটে নিয়োজিত করেছিলেন। অথচ একজন অকৃষিবিদকে প্রতিষ্ঠানের প্রধান করার জন্যে বার বার ষড়যন্ত্রমূলকভাবে তাকে সরিয়ে দেয়ার চেষ্টা হয়। উল্লেখ্য, গবেষণা তার অবদান ও জেষ্ঠ্যতার ভিত্তিতে তাকে ১৯৮৬ সালে তাকে ইনস্টিটিউটের মহাপরিচালক হিসেবে পদোন্নতি দেয়া হয়েছে।

প্রতিষ্ঠানটিতে কর্মরত কর্মকর্তা ও কর্মচারিরা সরকারের এই সিদ্ধান্তের তীব্র প্রতিবাদ করে বলেছে, ষড়যন্ত্রমূলকভাবে একজন কৃষিবিদকে অপসারণ করে অকৃষিবিদ মহাপরিচালককে তারা গ্রহণ করবেনা। এমনকি প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা-কর্মচারিদের প্রতিবাদের মুখে ডঃ এম এ মাজেদ ভারপ্রাপ্ত মহাপরিচালক হিসেবে দায়িত্ব নিতেও পারছেনা। ফলে গত ১৮ দিন ধরে কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট মহাপরিচালক ছাড়াই চলছে।